بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
মঙ্গলবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান বলেছেন, ন্যায়বিচারের অভাব বিশ্বের সংঘাতসমূহের মূল কারণ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কর্তৃক ইসলামের সাথে চরমপন্থিতার সম্পর্কের ভ্রান্তিকর অপবাদের জোরালো খণ্ডন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান, পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.), যে সমস্ত সমালোচক বলে ইসলাম সন্ত্রাস ও চরমপন্থাকে উৎসাহিত করে তাদেরকে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবায় তিনি এই মন্তব্যসমূহ করেন।

তাঁর খুতবায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কয়েকজন পশ্চিমা সমালোচক ও রাজনীতিবিদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যারা মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, ইসলাম মুসলমানদের চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করে।

শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) বলেন, সুপরিচিত একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত নানান কুকীর্তি যে কেবল সাধারণ মানুষেরই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা নয়, উপরন্তু ভ্রান্ত- বিশ্বাসী কিংবা ইসলামবিরোধী সমালোচকদের ইসলামের শিক্ষার প্রতি কালিমা লেপনের সুযোগ করে দিয়েছে। সম্মানিত হুযূর (আই.) আরো বলেন, ইসলামের নামে কৃত হামলা আর অমুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত হামলাকে গণমাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে প্রচার করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

"যখনই কোন মুসলমান কোন অপকর্ম করে মানুষ সাথে সাথে ইসলামকে দোষারোপ করে কিন্তু, অন্য ধর্মাবলম্বীদের কেউ একই ধরনের অপকর্ম করলেও তাকে 'মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত' আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা খোলাখুলি স্বীকার করি যে, কিছু মুসলিম গোষ্ঠীর পৈশাচিক অপকীর্তি গুলো বর্বরতার নামান্তর; তবে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতি সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া ভীষণ বড় ভুল ও অন্যায়।"

হুযূর (আই.) বলেন যে, যারা ইসলাম প্রচারের নামে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে ইসলামী শিক্ষা তাদেরকে কোন ভাবেই যথার্থতা বা কোন লাইসেন্স প্রদান করে না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইসলাম কখনোই মানুষকে এই শিক্ষা দেয়নি যে জোর করে মানুষকে ইসলামের পথে আনো। পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বলেন, 'আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে সমস্ত মানবজাতি বিশ্বাসীতে পরিণত হতো।' তবে আল্লাহ বলেছেন যে এটি কখনোই হবে না যে সমস্ত মানবজাতি এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাই এটি স্পষ্ট যে, ইসলাম কোন জোর জবরদস্তির অনুমতি দেয় না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো যোগ করেন:

"পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছে যে, ইসলাম গ্রহণের জন্য যেন কখনো তলোয়ার ব্যবহার করা না হয়, বরং এর অনুপম শিক্ষা ও নিজেদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আল যুখরুফের ৮৯ ও ৯০ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করেন যেখানে আল্লাহতা'লা বলেন: 'আর তাঁর (রাসূলের) এ উক্তির কসম, (যখন সে বলেছিল) 'হে আমার প্রভু- প্রতিপালক! এরা কখনো ঈমান আনবে না। সুতরাং (আমরা উত্তরে বললাম) তুমি এদের উপেক্ষা কর এবং বল 'সালাম'। অতএব অচিরেই এরা (সত্য) জানতে পারবে।'

এই আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের শত অন্যায় অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর উত্তর এটিই হবে যে, 'তোমাদের প্রতি আমার একমাত্র বার্তা হলো শান্তি এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই বার্তাই অব্যাহত থাকবে।' এ কারণে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তিপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সব মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো এই বার্তা বহন ও প্রচার করে চলা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উল্লেখ করেন যে, ন্যায়বিচারের ও পক্ষপাতহীনতার অভাবই বর্তমান বিশ্বের সব সংঘর্ষের মূল কারণ।

পশ্চিমা শক্তিশালী রাষ্ট্র সমূহ যে চরমপন্থা অবলম্বনে যে ইন্ধন যোগায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বেশ কিছু পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম ও সমালোচক এখন এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তাদের নিজ দেশের সরকারগুলোর সৃষ্ট ইরাক যুদ্ধ ও সিরিয়া সংকট ইসলামী চরমপন্থী দল গুলো সৃষ্টির পেছনে মদদ যুগিয়েছে।" এ সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে বিশ্বে ন্যায়বিচারের অভাব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যেখানে একদিকে পশ্চিমা শক্তিগুলো বিমান আক্রমণের মাধ্যমে চরমপন্থীদের পরাজিত করতে চাচ্ছে; অপরদিকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এ সন্ত্রাসীদের সাথে যারা বাণিজ্যিক লেনদেন করছে বা তাদেরকে যারা এসব মারণাস্ত্র সরবরাহ করছে তাদেরকে এরা উপেক্ষা করছে। এর ফলে ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী আচরণকারী মুসলিম দলগুলোই যে কেবল বিশ্ব শান্তি ব্যাহত করছে না তা নয়, বরং, বৃহৎ শক্তিগুলোও একই কাজ করছে, যারা সব কিছুর উপরে নিজেদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) বলেন যে, এটি একজন আহমদী মুসলমানের দায়িত্ব যে তিনি যেন ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার করেন এবং সমাজের সর্ব স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের ইসলামের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার করাকে নিজ দায়িত মনে করে নেয়া উচিত। এই মূহুর্তে পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ কারণে প্রতিটি আহমদী মুসলমানের দায়িত্ব হলো প্রথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।"